"মিষ্টি বাচ্চারা - প্রতি কদমে বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলা, বাবার শিক্ষা গুলিকে ধারণ করা, এটাই হলো নিজের উপরে কৃপা করা"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চু বাদশা আর পীরু উজীর এই দু'জন এই সময় প্রত্যেকের অঙ্গে-সঙ্গে আছে - কীভাবে ?

*উত্তরঃ - বাচ্চু বাদশা হল কাম বিকার আর পীরু উজীর হল ক্রোধ। এই দুয়ের মধ্যে অত্যন্ত গভীর পারস্পরিক সম্বন্ধ আছে। প্রতিটি মানুষ এই সময় এই দুইয়ের বশীভূত হয়ে আছে। যদি কেউ বাবার বাচ্চা বলে নিজেকে পরিচয় দিয়ে কাম বা ক্রোধের বশীভূত হয়ে যায়, তখন বাবার নিন্দুক হয়ে যায়। নিন্দুক বাচ্চারা নিজেদের ভাগ্যে রেখা টেনে দেয়। বাবা বলছেন মিষ্টি বাচ্চারা, এই শত্রুদেরকে জয় করো। ক্রোধের জন্য তো বলা যায় - যেখানে ক্রোধ আছে সেখানে জলের ঘড়াও শুকিয়ে যায়।

*গীতঃ- শৈশবের দিনগুলি ভুলে যেওনা...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা জানে যে সভাতে কে এসেছেন ? বাবা আর দাদা একত্রে এসেছেন। যদি সাকারি হয়ে আসতেন তাহলে বাবা এবং দাদা আলাদা আলাদা হয়ে আসতেন। এটা হলো আশ্চর্যপূর্ণ লক্ষণ। কে এসেছেন ? বাচ্চাদের বুদ্ধি বলে যে শিব বাবা এসেছেন। স্বর্গের রচয়িতা এক বাবা-ই, দু'জন নয়। হ্যাঁ সহায়ক অবশ্যই প্রাপ্ত হয়। বাবা আর বাচ্চারা - এই দু-পক্ষকে নিয়ে কাজ হয়। বাবার মহিমা অর্থাৎ বাচ্চাদের মহিমা, এই দাদাও তো বাচ্চা, তাই না। এখানে তোমরা ক্লাসে আসো। সভা শব্দটাও হল কমন। সভা তো অনেক হয়ে থাকে, এটা হল ভগবানের পাঠশালা। সবদিকেই দেখা যায় যে, বরাবর এই জ্ঞান শুনে ধারণ করছে, এঁনার মুখ প্রফুল্লিত হচ্ছে। শুনতে শুনতে খুশির পারদ ঊর্ধ্বমুখী হয়ে যায়। লৌকিকের বাবা টিচার এবং গুরুও হয়ে থাকেন। ইনি হলেন অসীমের বাবা এবং টিচার। তিনি আজ তোমাদেরকে পড়াচ্ছেন তাই কতইনা খুশির পারদ ঊর্ধ্বমুখী হওয়া উচিত। বাচ্চাও অনেক আছে। শিব ভগবানুবাচ বা শিবাচার্যও বলতে পারো। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর। শিবাচার্যের পরে আবার শঙ্করাচার্য আসেন। সন্ন্যাসও দুই প্রকারের হয়। এটা হল সতোপ্রধান দেবতা হওয়ার জন্য সন্ন্যাস। সহজ যোগ। তোমরা জানো যে বাবা এই দাদার শরীরে এসেছেন, এইজন্য বাপ-দাদা বলতে হয়। গ্র্যান্ড চিল্ড্রেন হলে তোমরা তাইনা। সেখানে তো সাকার ফাদারই গ্র্যান্ডফাদার, গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার হয়ে থাকেন। এখানে হল নিরাকার গ্র্যান্ডফাদার। বাবা এনার মধ্যে প্রবেশ করে তোমাদেরকে জ্ঞান শোনাচ্ছেন। যারা ব্রাহ্মণ কুলের হয়েছে, তারাই ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছে। বলে যে, হে পরমপিতা পরমাত্মা আমরা আপনার ছিলাম, পুনরায় ৮৪ জন্মের পার্ট প্লে করেছি। কতই না সহজ কথা। লৌকিক ক্ষেত্রেও বাবার ৫-৭ টি সন্তান হয় তো তাদের মধ্যে দুয়েকটি কুপুত্র বেরিয়ে আসে। এই বাবার কতো বাচ্চা, তাই কতোগুলি কুপুত্র এবং কতগুলি সুপুত্র হবে! কারো মধ্যে কামের, কারো মধ্যে ক্রোধের প্রবেশ হয়। ঘরে কোনো একজনের ক্রোধ হলে তো যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়, ক্রোধ ঘরকে বড়ই দুঃখী করে দেয়। এখানেও যদি কারোর মধ্যে ক্রোধের ভূত থাকে তো শিব বাবার নিন্দুক হয়ে যায়, তাইনা! বাবার নাম বদনাম করে দেয় অর্থাৎ নিজের ভাগ্যতে রেখা লাগিয়ে দেয়। ক্রোধ হলো অনেক বড় শত্রু, যেখানে ক্রোধ, কলহ-ক্লেষ হয় তাকে নরক বলা যায়। বলে যে ক্রোধে ঘরের ঘড়ার জলও শুকিয়ে দেয়। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন, যার মধ্যে ক্রোধ আছে তার প্রতি শ্রীমৎ এটাই যে ক্রোধের দ্বারা কাউকে দুঃখী করো না, না হলে তো ভাগ্যতে রেখা লেগে যাবে। পদভ্রষ্ট হয়ে যাবে। ঈশ্বরীয় সন্তানের পরিবর্তে আসুরীয় সন্তান হয়ে যাবে। এখানে তো লেখাই যায় যে - ডিটি সভরেন্টি ইজ ইওর গডফাদারলী বার্থ রাইট। তোমাদের অধিকার আছে সত্যযুগের সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নেওয়ার। সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নিয়ে লক্ষ্মী-নারায়ণ হতে হবে। যদি কেউ স্বর্গে প্রজাতেও আসে তবুও অহো সৌভাগ্য। আসবে তো অবশ্যই তাই না। ধীরে ধীরে স্থাপনা হচ্ছে। পুনরায় তাদের থেকে প্রতিজ্ঞা করানো হয়। কঙ্গন বাঁধো। কেউ লুকিয়ে তো থাকতে পারবে না।

এখন তোমরা হলে ব্রাহ্মণ, ঈশ্বরীয় সন্তান। বাবা জিজ্ঞাসা করছেন যে তোমাদের কুল বড়, নাকি দৈবী কুল বড় ? সবথেকে উচ্চ কে ? (ব্রাহ্মণের কুল) আমরা দেবতাদেরকেও এতটা উচ্চ বলতে পারিনা। ব্রাহ্মণ হল ঈশ্বরীয় কুলের। এরাই ভারতকে স্বর্গ বানায়। ব্রাহ্মণদেরকে চোটি বলা হয়। বাস্তবে শিবের মন্দির বানানোই উচিত উচ্চ পাহাড়ের উপর। কিন্তু আজকাল কেউ সেখানে যেতে পারে না, তাই শহরেই বানিয়ে দেয়। উচ্চ থেকেও উচ্চতম হলেন শিব বাবা তো তাঁর মন্দিরও উচ্চ স্থানে হওয়া উচিত। এখন দেখো দুনিয়ার কি অবস্থা হয়ে গেছে। সকলেই বরবাদ হয়ে গেছে। বাবা এসে সকলকে আবাদ করেন। সঙ্গম যুগের তোমরা সবাই আবাদ হয়ে থাকো। সম্পূর্ণ ৬৩ জন্ম নরকবাসী হয়ে যাও।

অ্যাক্যুরেট হিসাব আছে। ২১ জন্ম তোমরা স্বর্গে রাজ্য করেছিলে পুনরায় ৬৩ জন্ম নীচের দিকে নেমে এসেছো। কলাও কমতে থেকেছে। এখন কোনো কলাই নেই। ধুলায় পড়ে আছো। প্রবাদ আছে না - গাধাকে একশত বার শৃঙ্গার করেও... এটা এখানকার প্রবাদ। বাবা বলেন, আমি তোমাদেরকে শৃঙ্গার করছি যে এইরকম লক্ষ্মী-নারায়ণ হও, পুনরায় বিকার মাটিতে ফেলে দেয়। ক্রোধের ধূলা বিরক্ত করতে থাকে, ক্রোধীও অনেকে হয়। হিংসাও এক প্রকারের ক্রোধ, তাই না। ক্রোধ না করলে কেউ কারো উপরে চড়াও হতে পারে না। প্রপার্টির ভাগ না পেলে, রাগ হয়ে গেলে, ভাইকেও মেরে দেয়। এই লড়াই ক্রোধের থেকে শুরু হয়। বাবা বোঝাচ্ছেন যে প্রিয় বাচ্চারা, ক্রোধ করো না। নাহলে তো ভাগ্যে রেখা লেগে যাবে আর যারা সাথী হবে তাদেরও ভাগ্যে রেখা লেগে যাবে। ক্রোধান্বিত হয়ে বলে যে তুমি যদি আমার ঘরে আসো তাহলে আমি তোমায় মেরে ফেলবো।

মাতা'রা, এখন বাবা তোমাদেরকে সামনের সারিতে রেখেছেন। তোমরা জানো যে আমরা হলাম শিব শক্তি, কল্প-কল্পে হই। শিব বাবা এসে আমাদেরকে নিজের বানিয়েছেন। তোমরা বাচ্চারাই যদি না থাকো, তাহলে একা শিববাবাও কি করবেন। তোমারা শিবশক্তিরা ভারতেই প্রসিদ্ধ আছো। নিজের স্মরণিক মন্দির যদি না দেখে থাকো তাহলে আবুতে দেখো। অবিকল তোমাদেরই স্মরণিক আছে। হাতির উপর সওয়ার হওয়ারও চিত্র আছে। আশ্চর্যের বিষয় যে তোমাদের নিবাস এখানেই এসে হয়েছে। মানুষ শিব জয়ন্তী পালন করে, তবে তো অবশ্যই তিনি এসেছেন তাই না। কবে এবং কিভাবে এসেছেন, জানা আছে ? যিনি ভারতকে হীরের মত তৈরী করেছিলেন, তাঁর অক্যুপেশনকে তোমরা জানো না! দেবতারাই প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিল, যারা হীরের মত তৈরী হয়, যে ব্রাহ্মণেরা সাহায্য করেছিল তারাই দেবতা হয়েছে। তোমরা সকলের অক্যুপেশন বোঝাতে পারো। কিন্তু বুঝবে খুব অল্প সংখ্যক আত্মা, কেননা রাজধানীর লিমিট আছে তাইনা, এইজন্য কোটির মধ্যে কয়েকজন বলা যায়। মাম্মা বাবা বলেও পুনরায় ভুলে যায়। অহো মায়া, তুমি কতই না শক্তিশালী। এটা তো হতেই থাকে। বড় বড় কমান্ডাররাও মারা যায়, গুলি লেগে যায়। সৈনিক তো অনেক মারা যায়। যখন বড়-বড়রা মারা যায় তখন হাহাকার হয়ে যায়। শিবশক্তি সেনাদের মধ্যে অমুককে মায়া মেরে ফেলেছে। এটাও হওয়ারই আছে। সৈনিক মারা গেলে এতটা চিন্তা হয় না। মহারথীদের জন্য সবাই বলবে, হায় মায়া এনাকে মেরে দিয়েছে। এমন নয় যে স্বর্গে যেতে পারবে না। যদিও আসবে কিন্তু পদভ্রষ্ট হয়ে যাবে। এইজন্য বাবা বলেন ওই লাইনে যেওনা। কল্প পূর্বে যারা গিয়েছিল তারা তো যাবেই। সমাচার লেখে যে অমুকে চার বছর ধরে রেগুলার আসতো, তারপর মায়া ধরে নিয়েছে। যেরকম মাছি মারা গেলে তো পিঁপড়েরা থাকে একদম খেয়ে শেষ করে দেয়। মায়ার ৫ ভূত তার সর্বনাশ করে দেয়।

বাচ্চারা এখন তোমরা সকলের অক্যুপেশন জানো। ইসলামী, বৌদ্ধী খ্রীস্টান কত জন্ম নেয়, সেটাও তোমরা জানো। কতইনা বুদ্ধির তালা খুলে গেছে। জ্ঞানে তৃতীয় নেত্র শক্তিশালী প্রাপ্ত হয়েছে। বাবা বলেন - গীতা হলো সবথেকে মুখ্য। বাকি সব হলো তার বাচ্চা। গীতা হলো মা বাবা। মা হলো গীতা বাবা হলেন শিব। তাঁদের দ্বারাই আমাদের জন্ম হয়। সেইরকমই অন্যান্য শাস্ত্র সবই তার থেকেই জন্ম হয়। যে রকম আত্মাদের হেড হলেন শিব বাবা, সবথেকে উপরে আছেন, সেইরকমই সকল শাস্ত্রের উপরে সর্বশাস্ত্রময়ী শিরোমণি হল শ্রীমদ্ভগবদগীতা। শুধু কৃষ্ণ ভগবানুবাচ লিখে দেওয়ায় সমগ্র গীতার প্রভাব উড়িয়ে দিয়েছে। এটাও ড্রামাতে আছে। মূল কথা হলো নিরন্তর শিব বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। যে বাবার শ্রীমতে সম্পূর্ণ রীতিতে চলতে থাকে, তার স্মরণও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যতটা আজ্ঞাকারী, বিশ্বস্ত হয়ে থাকবে, বলবে বাবা আমি তোমার কাছে সমর্পিত হয়ে গেছি। দেহের সাথে সবকিছু ভুলে একা হতে হবে। এতটাই সন্ন্যাস করতে হবে। অনেক বাচ্চা আছে যারা একদমই বন্ধনমুক্ত থাকে। আবার এমনও আসতে থাকে যেন মোহের পোকা। পতি বা সন্তানের সাথে মোহ আছে তো শিব বাবার সাথে বুদ্ধিযোগ লাগাতে পারে না। যতক্ষণ না সত্য হৃদয় থেকে সাহেবের উপর সমর্পিত না হয়। গল্প তো অনেক বলে দেয় কিন্তু এতেও সম্পূর্ণ সমর্পিত হওয়া চাই। সম্পূর্ণ নিমিত্ত হতে হবে। প্রত্যেক পদক্ষেপে শ্রীমত নিতে হবে। অনেক বাচ্চা আছে যারা শিব বাবাকে দৈনন্দিন চার্ট পাঠিয়ে দেয়। আবার জিজ্ঞাসা করে বিবাহ দেব, বাড়ি তৈরি করব। বাবা বলেন, ইচ্ছে হলে বানাও, কোনো সমস্যা নেই। কখনো না বলা যায় না। যখন নষ্টমোহ হয়ে যাবে তখন জিজ্ঞাসা করার দরকারই থাকবে না। এমন নয় যে কেউ জিজ্ঞাসা করবে বিকারে যাবো, তো বলবে হ্যাঁ যেতে পারো। না এটাকে তাহলে মূর্খতা বলবে। এ ছাড়া যদি কোনো বিষয়ে ক্ষতি না হয় তাহলে অবশ্যই করো। নষ্টমোহ হয়ে তারপর তো যা চাও সেটাই করো। বাবা জানেন যে তোমরা সার্ভিসে তৎপর থাকবে, বাবাকে ফলো করতে থাকবে। এই পুরানো বাচ্চারা সবাই নিজেদের বলিদান দিয়েছে তাই না। বলিদানেরও মহিমা আছে। আছে তো সবাই গরীব। মাতারা খুব ভালো - এনাদেরকে কি বলিদান দিতে হবে। বলিদান দিতে হবে তো ধনিদের। স্ত্রীকে তো কিছুই দেয় না। কোনো বিরলই আছে যে স্ত্রীর নামে সবকিছুরই উইল করে দেয়। আর তা না হলে বাচ্চারা সব লুটে নেয়। আজকাল তো কেউই কিছু শোনে না, দুটো পয়সা দাও, কাজ হয়ে যাবে। জাজমেন্টও মিথ্যা দিয়ে দেবে তো কারোর জীবন ছাড়খার হয়ে যাবে।

বাবাকে তো বলা যায় সুপ্রিম জাস্টিস, সুপ্রিম টিচার, সুপ্রিম সদ্গুরু। আবার সুপ্রিম ধর্মরাজও বলা যায়। তাঁর জাজমেন্টে নিচে উপর কিছুই হয় না। ড্রামাতে এইরকম কিছুই নির্ধারিত নেই। এছাড়া এখানে তো একটির উপরে একটি বড় বড় আদালত রয়েছে । কোথাও কোথাও তো প্রেসিডেন্টকেও মান্য করে না।

বাবা বলেন - আদরের বাচ্চারা, অশরীরী হতে হবে। বাবার সাথে যেতে হবে। বাবা হলেন গাইড তাই না। মুক্তিদাতাও তাকেই বলা যায়। সব উপাধি তারই। পিস মেকারও হলেন তিনি। আজকাল এখানেও পিস প্রাইজ দিতে থাকে। পিসলেস তৈরি করে মায়া। পিস হয় সত্যযুগে বা মুক্তিধামে। নির্বাণধামে তো সম্পূর্ণ পিস থাকে। সত্যযুগেও ১০০% পিস, পিওরিটি আর প্রস্পারিটি আছে। নামই হলো সুখধাম। দুঃখধামে পিস কোথা থেকে আসবে। সন্ন্যাসীদের কাছে অল্প একটু শান্তি আছে। কিন্তু সেটা তো হলো কাক বিষ্ঠার সমান। সত্যযুগে এইরকম বলা যায় না। এখানকার রাজ্যও তো হল কাক বিষ্ঠার সমান।

বাবা বোঝাচ্ছেন, মায়া অনেক থাপ্পর মারবে। অন্তরে অনুশোচনা বোধ হবে। সত্য বলবে না। অবিনাশী সার্জনের সামনে তো সবই বলতে হয় তাই না। না হলে তো পাপ বৃদ্ধি হতে থাকবে। তারপর তো আরো বড় শাস্তি খেতে হবে, সত্য না বললে। আচ্ছা পরে তো আর পাপ করবে না তাই না। বদনাম করার শাস্তি অনেক বেশি হয়। বাবা এসেছেন স্বর্গের মালিক বানাতে। এখানে যে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে সে শাস্তির যোগ্য হয়ে পড়বে। অসুর বিঘ্ন ঘটায়। বাচ্চারা তোমাদের দ্বারা যেন বিঘ্ন না আসে। এখানেই বাচ্চারা তোমাদের কল্যাণ রয়েছে । ক্রোধীর মুখ দেখাও পাপ হয়ে যায়। হিয়ার নো ইভিল... ক্রোধীর মুখও না দেখা উচিত। লোভ মোহও কম নয়। বাচ্চু বাদশা হল কাম, পীরু উজীর হল ক্রোধ। এই দুই হলো বড় ডাকাত। ক্রোধ হল অত্যন্ত খারাপ ডাকাত। সুপুত্র বাচ্চা তারাই, যারা বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নিয়ে নাম উজ্জ্বল করে। এই বাবা বলেন যে বাচ্চিরা আমার থেকেও হুশিয়ার। শিব বাবার থেকে তো হুশিয়ার কেউ হতে পারে না। বাবাই বাচ্চাদেরকে মাথার উপরে রেখেছেন। অসীমের বাপ-দাদারও বাচ্চাদের জন্য সম্মান এবং ভালোবাসা আছে। তিনি চান যে প্রত্যেক বাচ্চাই নিজের রাজ্য ভাগ্য নেয়। সদা সুখে থাকে। বাবা তো বলেন - বাচ্চারা বেঁচে থাকো। আয়ুষ্মান ভব। বাবা যা শিক্ষা দেন সেটা ধারণ করে নিজের উপরে কৃপা করো। শ্রীমতে না চললে তো ভাগ্যে রেখা লেগে যাবে। তোমরা জানো যে শিববাবা পরমধাম থেকে এসেছেন স্বর্গের উত্তরাধিকার দেওয়ার জন্য, পুনরায় যে যত পুরুষার্থ করবে, যত নিজের উপর কৃপা করবে, ততই নিজেকে উচ্চ বানাতে পারবে। বিকারে গেলে তো দীপ নিভে যাবে। তখন জ্ঞান ঘৃত ধারণ হবে না। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) হৃদয় থেকে সাহেবের উপরে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ হয়ে যেতে হবে। সম্পূর্ণ ট্রাস্টি (নিমিত্ত) হয়ে প্রত্যেক কদম শ্রীমত অনুসারে চলতে হবে। দেহের সাথে সবকিছু ভুলে একা হয়ে যেতে হবে।

২) বাবার বাচ্চা হওয়ার পর বাবার কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে না । বদনাম হয় এমন কোনো কাজ করবে না। আজ্ঞাকারী, বিশ্বস্ত হতে হবে।

বরদানঃ- সময় আর বায়ুমন্ডলকে পরখ করে নিজেকে পরিবর্তনকারী সকলের স্নেহী ভব

যার মধ্যে পরিবর্তন শক্তি আছে, সে সকলের প্রিয় হয়, সে বিচারের ক্ষেত্রেও সহজ হবে। তার মধ্যে মোল্ড হওয়ার শক্তি থাকবে সে কখনও এ'রকম বলবে না যে, আমার বিচার, আমার প্ল্যান, আমার সেবা এত ভালো হওয়া সত্ত্বেও আমাকে কেন মান্যতা দিলো না। এই আমার ভাব আসা মানে খাত মিক্স হয়ে যাওয়া। এইজন্য সময় আর বায়ুমন্ডলকে পরখ করে নিজেকে পরিবর্তন করে নাও - তাহলে সকলের স্নেহী, নম্বর ওয়ান বিজয়ী হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ- সমস্যাগুলির সমাপ্তকারী হও - সমস্যা স্বরূপ হয়ো না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading

9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;